4

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ... NOV. 1 2 1999

পৃঃ ১২ | ৩

দেশ ও সমাজের জন্য নটরডেম কলেজ যা করেছে তা অনেক ত্যাগ ও পরিশ্রমের ফসল

নটরডেম কলেজের সুবর্ণজয়ন্তি উৎসব রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধন করেন
—জনকণ্ঠ

স্টাফ রিপোর্টার ॥ রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বলেছেন, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে সম্পদে পরিণত করার জন্য যে সদিচ্ছা, ত্যাগ স্বীকার ও পরিশ্রমের প্রয়োজন তার অনেক অভাব আমাদের সমাজে রয়ে গেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষা দান ও শিক্ষা লাভের উপযুক্ত পরিবেশ নেই।

বৃহস্পতিবার ঢাকায় নটর ডেম কলেজের সুবর্ণজয়ন্তি উৎসবের উদ্বোধনী ভাষণে রাষ্ট্রপতি একথা বলেন। তিন দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য এই উৎসবে কলেজের ১০ হাজার প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র যোগ দিয়েছেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশপ থিওটোনিয়াস গোমেজ সিএসসি। সোনালী অতীতের স্মৃতিচারণায় আবেগাপ্লুত বক্তৃতা করেন কলেজের তিন প্রাক্তন ছাত্র প্রখ্যাত আইনজীবী ও রাজনীতিক ডঃ কামাল হোসেন, অধ্যাপক ডঃ এ মইন খান এমপি, দৈনিক জনকণ্ঠের নির্বাহী সম্পাদক বোরহান আহমেদ। আরও বক্তৃতা করেন রোম থেকে আগত পবিত্র ক্রুশ সংঘের মহাসংঘনায়ক ফাদার হিউগ ক্লিয়ারি সিএসসি, কলেজ অধ্যক্ষ ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা সিএসসি, প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ যোসেফ ডি সিলভা এবং ফাদার জেএস পিসোতো।

দেশে শিক্ষার অনগ্রসরতা প্রসঙ্গে আলোকপাত করে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে যে অনিয়ম চলছে তা কোন জাতির জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। শিক্ষার আদর্শিক লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট না হওয়ার কারণে শিক্ষার নামে অনেক প্রহসন চলছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, ছাত্র রাজনীতির নামে কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেখা যায় সন্ত্রাস, অস্ত্র প্রতিযোগিতা, এমনকি খুনোখুনি। এসব কর্মকাণ্ডে জড়িতদের কাছ থেকে পরিবার, সমাজ ও দেশ কি আশা করতে পারে?

উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, সরকারী-বেসরকারী আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য যে দক্ষ কর্মী বা জনশক্তির প্রয়োজন, তা উচ্চশিক্ষিত নারী-পুরুষের মধ্য থেকে আসতে হবে। দেশের অভ্যন্তরে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হলে উচ্চশিক্ষার মানও উন্নত হতে হবে। শুধুমাত্র মুখস্ত বিদ্যা বা যান্ত্রিকভাবে অর্জিত শিক্ষা বাস্তব জীবনে বিশেষ কাজে লাগে না। সৃজনশীলতা হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। পরিবর্তনশীল যুগের মোকাবিলা করার জন্য নতুন নতুন ধ্যান-ধারণার প্রয়োজন।

দেশ ও জাতি গঠনে নটর ডেম কলেজের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, ১৯ ছাত্র নিয়ে '৪৯ সালে সেন্ট গ্রেগরীজ

(২- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

দেশ ও সমাজের *(১২-এর পাতার পর)*

কলেজ নামে যে প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু, তা আজ নটর ডেম কলেজ নামে বিরাট শিক্ষা প্রতিষ্ঠনে পরিণত হয়েছে। প্রকৃত শিক্ষার মানদণ্ডে এটি একটি সফল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই কলেজে অধ্যয়ন করে অনেকেই উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠনে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নিজ নিজ ক্ষেত্রে অনেক অবদান রেখেছেন।

তিনি আরও বলেন, দেশ ও সমাজের জন্য নটর ডেম কলেজ যা করতে পেরেছে, তা অনেকের আত্মত্যাগ ও পরিশ্রমের ফল। এই কলেজের সুনাম, সুখ্যাতি এবং সাফল্যের মূল কারণ হচ্ছে– যাঁরা এই কলেজ শুরু করেছিলেন– হলিক্রস সন্ন্যাস সংঘের নিবেদিত সন্ন্যাসব্রতী যাজকদের একটি দল– তাঁদের মনে শিক্ষা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট দর্শন ও আদর্শ ছিল। বাংলাদেশের বিবর্তনশীল ইতিহাসের প্রতিকূল পরিস্থিতি ও ঘটনাপ্রবাহ তাঁদেরকে সেই আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি।

সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলো

মুছে যাওয়া দিনগুলো আমায় যে পিছু ডাকে– লোকপ্রিয় এই গানটির কথা মনে পড়ে গেল নটর ডেম কলেজের সুবর্ণজয়ন্তি উৎসবে। বৃহস্পতিবার সহস্র ছাত্রের সম্মিলনে, আড্ডা, আলাপচারিতায় কলেজ ক্যাম্পাসে এক চমৎকার প্রাণোচ্ছল পরিবেশ দেখা যায়।

ক্যাম্পাসে সুবিশাল প্যান্ডেল টানানো হয়েছে। সামিয়ানাও ব্যতিক্রমী, নক্সাদার। ১০ হাজার ছাত্রের বসবার ব্যবস্থা। প্রথম দিন বিরাট লাইনে দাঁড়িয়ে প্রাক্তন ছাত্ররা অনুষ্ঠানস্থলে গেছেন। তাঁদের অনেকেই দেশ ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু ভিআইপি হওয়ার সুবিধা তাঁরা নেননি। কলেজের ৫০ বছর পূর্তি উৎসবে যোগ দিতে কেউ কেউ এসেছেন বিদেশ থেকেও।

উৎসবের উদ্বোধক রাষ্ট্রপতি আসার ঘন্টা খানেকেরও আগে থেকে লাইন পড়ে যায়। রাষ্ট্রপতির প্রস্থান পর্বের আগ পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক প্রাক্তন ছাত্র ক্যাম্পাসের বাইরে ছিলেন অপেক্ষমাণ। বহুদিন পর ক্যাম্পাসে এসে হারানো দিনের যৌবনস্মৃতি আলোড়িত করেছে অনেক প্রাক্তন ছাত্রকে। সস্ত্রীকও এসেছেন বহু ছাত্র।

রাষ্ট্রপতি এলে তাঁকে স্বাগত জানানো হলো তাজা ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে। দোলানো হলো নানা রঙের কাপড়ের টুকরো। মাইকে তখন বাজছিল রবীন্দ্র সঙ্গীত 'ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল।' রাষ্ট্রপতি মঙ্গল আলোক প্রজ্বলন করে সূচনা করলেন তিন দিনব্যাপী সুবর্ণজয়ন্তি উৎসবের। বেজে উঠল জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'। এর আগে রাষ্ট্রপতিকে পরিয়ে দেয়া হয় উৎসবের স্মারক ব্যাজ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে টুকরো টুকরো স্মৃতির ছায়াপাত আপ্লুত করেছে প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের। কৃতী প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে বক্তৃতা করেন প্রখ্যাত আইনজীবী, গণফোরাম নেতা ডঃ কামাল হোসেন, বিএনপি নেতা অধ্যাপক ডঃ এ মঈন খান এমপি এবং দৈনিক জনকণ্ঠের নির্বাহী সম্পাদক বোরহান আহমেদ। স্বাগত ভাষণে অধ্যক্ষ ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা বললেন মজার কথা। ফাদার বলেন, অনেক প্রাক্তন ছাত্র এসে অনুরোধ জানান, তাঁদের ছেলে কিংবা নাতিকে এখানে ভর্তি করার জন্য। তাঁদের ইচ্ছা, এরাও এখানে পড়ুক। আবার যাঁদের কেউই এখানে পড়েনি, তাঁরাও অগ্রাধিকার চান। আসলে নটর ডেম কলেজের বয়স যত বাড়ে, নাতিপুতির সংখ্যা তত বাড়ে। যাঁরা পাস করে গেছেন, তাঁদের বলি, একই আদর্শ ও দর্শনে আরও ৫০টি নটর ডেম কলেজ গড়ছেন না কেন?

প্রথম ব্যাচের ছাত্র ডঃ কামাল হোসেন বলেন, দুর্নীতি, সন্ত্রাস সমাজকে গ্রাস করছে। মৌলিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, অন্যায় অবিচারের সঙ্গ আপোস না করাই হচ্ছে নটর ডেম কলেজের স্পিরিট। ডঃ মঈন খান এই কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা ও রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের মতো ব্যক্তিত্বকে এর চ্যান্সেলরের দায়িত্ব নেয়ার আবেদন জানান। বোরহান আহমেদ বলেন, নটর ডেমের ছাত্ররা কোনদিন দুর্নীতিতে জড়াতে পারে না, জড়াবে না। তারা পেশায় নিষ্ঠাবান, চরিত্রে মহৎ। নিষ্কলুষ তাদের আদর্শ। মুক্তিযুদ্ধ ও গণআন্দোলনে এই কলেজের ছাত্রদের বলিষ্ঠ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন তিনি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি আগামীকাল শনিবার রাত সাড়ে দশটায় টিভি চ্যানেল আই-এ দেখানো হবে। উৎসবের দ্বিতীয় দিনে আজ শুক্রবার রয়েছে স্মৃতিচারণ, নাটক, ক্রীড়া, ক্লাব কার্যক্রম ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।